গাংনীতে আওয়ামীলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের উদ্যোগে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের ৭৩ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগ অডিটোরিয়াম হল রুমে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে।

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের ৭৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের সাংসদ ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন।

উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মকলেসুর রহমান মুকুলের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন এমপি পত্নী লাইলা আরজুমান বানু শিলা,আওয়ামীলীগ নেতা মনিরজ্জামান আতু,সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সাইফুজ্জামান শিপু,ধানখোলা ইউনিয়ন স্বেচ্ছা সেবক লীগের সভাপতি আবুল বাসার,মহিলা লীগ নেতৃ জাকিয়া সুলতানা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আওয়ামীলীগের নেতাকর্মী,ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা শেষে দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন।

মুজিবনগরে আওয়ামীলীগের ৭৩ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের ৭৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে পালন করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় মুজিবনগর

উপজেলা আওয়ামীলীগের ব্যানারে উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা এর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স গেট হতে একটি র্যালি বের হয়ে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতির পাদদেশে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর আজাদুর রহমান আজাদ, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম রফা গাইন, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মধু, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দু, যুব নেতা হাসানুজ্জামান লালটু, বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বাবুল মল্লিক, উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা খাতুন, সম্পাদক তহমিনা খাতুন, তাঁতীলীগের আহ্বায়ক আব্দুল খালেক, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ সভাপতি মতিউর রহমান মতিন সেচ্ছাসেবক লীগ নেতা দোলন, ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ সাকিব,জেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি শাহওয়ালিউল্লাহ সোহাগসহ আওয়ামীলীগের অংগসংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে শেখ হাসিনা চত্বরে জাতীয় সংগীতের তালে তালে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, ১৯৪৯ সালে আওয়ামীলী মুসলিম লীগ দলটি প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়ের পর মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামীলীগ নাম দেয়া হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে এ দলটির মাধ্যমে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পরে মুক্তিকামী বাঙালী জনতা। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমাদের দলকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আমাদের সকলে একত্রে হয়ে কাজ করে যেতে হবে। জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের দেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তাকে সহযোগিতার করার জন্য আমরা আওয়ামীলীগের পতাকা তলে কাজ করে যাব। স্বপ্নের পদ্মা সেতু হওয়ার ফলে আমাদের মেহেরপুর সহ সমগ্র দক্ষিণাঅঞ্চল ব্যবসায়িক জোন হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবে বলে আমরা আশা করি।

সর্বশেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল শহীদদের “আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

সম্মেলনের দেড় মাস পর কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষক লীগের কমিটি ঘোষণা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষক লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের প্রায় দেড় মাস পর সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক সহ কমিটির নাম প্রকাশ করা হয়েছে।

সোমবার সন্ধ্যায় জেলা কৃষকলীগের সভাপতি মোঃ সাজেদুল ইসলাম সোম ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আশরাফুল আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আগামী ৩ বছরের জন্য কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের নির্দেশনায় মোঃ আনোয়ার জাহিদ তুহিনকে সভাপতি ও শুশান্ত চক্রবর্তীকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

এছাড়াও সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসাবে মোঃ আনোয়ার হোসেন মুকুল, সহ-সভাপতি দেবদাস ভট্রাচার্য ও সহ-সভাপতি পদে মোঃ শাফিউর রহমান শফির নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, গেল ১১ মে কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষকলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অথিতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাড.শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

বাংলাদেশ কৃষক লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব শরীফ আশরাফ আলী সম্মেলনরে উদ্বোধক ও প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষক লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ও ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এ্যাড.মোঃ আব্দুর রশিদ, কেন্দ্রীয় কৃষক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পান্, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক মোছাঃ হালিমা

রহমান, সহ-প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পদক মোঃ নুরুল ইসলাম বাদশা, কেন্দ্রীয় যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক সাংসদ নবী নেওয়াজ, উপজেলা আ.লীগের সভাপতি ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরিেফেুন্নছা মিকি, উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, জেলা কৃষক লীগের সভাপতি মোঃ সাজেদুল ইসলাম সোম, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম, প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলন ঘিরে নেতা-কর্মীদের উৎসব ও আমেজের মধ্যে কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হলেও নেতারা প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীদের রোষানলে পড়েন। পরবর্তিতে কমিটির নাম ঘোষণা না করেই কেদ্রীয় নেতাসহ স্থানীয় নেতারা চলে যায়।

অবশেষে সকল জল্পনা-কল্পনার অবশান ঘটিয়ে প্রৃায় দেড় মাস পর উপজেলা কৃষকলীগের এই কমিটির নাম ঘোষণা করা হলো।

গাংনীর তিন ইউপিতে ৬ মাসেও গঠন হয়নি প্যানেল চেয়ারম্যান

নির্ধারিত সময়ের ৬ মাস পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া, কাজিপুর ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয়নি। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ও প্যানেল ঠিক করে দেয়নি। চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে কে দায়িত্ব পালন করবেন, তা সুনির্দিষ্ট নেই এই ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে। তবে, চেয়ারম্যানরা বলেছেন সামনের সপ্তাহের মধ্যেই চেয়ারম্যান প্যানেল নির্বাচন করে নেবো।

একাধিক সাধারন সদস্য ও সংরক্ষিত নারী সদস্যপদর (মেম্বর) অভিযোগ, চেয়ারম্যানরা চান না, এ কারণে চেয়ারম্যান প্যানেল নির্বাচন করা হয়নি। তবে, কয়েকজন চেয়ারম্যান দাবি করেছেন, মেম্বররা কেউ এ বিষয়ে কোনো প্রস্তাবও করেননি। যে কারণে এই নির্বাচন করা হয়নি।

সাহারবাটি ও তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের একাধিক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, পরিষদের বেশির ভাগ সিদ্ধান্ত চেয়ারম্যান নিজে

এককভাবে নেন। মেম্বরদের তেমন কিছু বলার থাকে না। অনেকে ইচ্ছা করেই চুপ থাকেন।
চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করার জন্য চেয়ারম্যান প্যানেল নির্বাচন করে রাখা হয়। এই প্যানেলটি তিন সদস্যের এই প্যানেল নির্বাচনের আইনি বাধ্যবাধকতা আছে।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৬১ নং আইনের (১) উপধারায় বলা আছে পরিষদ গঠিত হওয়ার পর প্রথম অনুষ্ঠিত সভার ত্রিশ কার্য দিবসের মধ্যে অগ্রাধিকারক্রমে তিন সদস্যের চেয়ারম্যান প্যানেল, সদস্যগণ তাদের মধ্যে থেকে নির্বাচন করবেন। তবে তিন সদস্যের গঠিত চেয়ারম্যান প্যানেলের মধ্যে একজন সংরক্ষিত নারী সদস্য থাকতে হবে।

চেয়ারম্যান প্যানেল নির্বাচিত না হলে সরকার চেয়ারম্যান প্যানেল মনোনীত করবে। অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালন করতে না পারলে বা অনুপস্থিত থাকলে চেয়ারম্যানের প্যানেল থেকে জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে একজন সদস্য চেয়ারম্যানের সব দায়িত্ব পালন করবেন। পদত্যাগ, অপসারণ বা মৃত্যুজনিত কারণে চেয়ারম্যান পদ শূন্য হলে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যান প্যানেলের কোনো সদস্য চেয়ারম্যানের সব দায়িত্ব পালন করবেন।

গত বছরের ২৮ নভেম্বর গাংনী উপজেলার কাজিপুর, তেঁতুলবাড়িয়া ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সাহারবাটি ইউনিয়নে মশিউর রহমান, কাজিপুর ইউনিয়নে মু. আলম হুসাইন ও তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের নাজমুল হুদা বিশ্বাস পচু চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এসব চেয়ারম্যান সদস্যগণ, শপথ নেওয়ার পর নিজ নিজ পরিষদের দায়ীত্ব গ্রহণ করেন।
কাজিপুর ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য মো: সাইদুর রহমান জানান, চলতি বছরের ১ জানুয়ারী কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এযাবৎ পর্যন্ত আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্যানেল নির্বাচন করা হয়নি। আমাদের পরিষদের কয়েক জন মেম্বর বার বার চেয়ারম্যানকে বলেছেন। চেয়ারম্যান আলম হুসাইন চেয়ারম্যান প্যানেল নির্বাচন করেন নি।

একই ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য আজিজুল হক বলেন, মেম্বররা চেয়ারম্যানকে প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচন করার কথা বলেছেন। কিন্তু প্রায় ৬ মাস হয়ে গেলেও এই প্যানেল এখনও গঠণ হয়নি।

সাহারবাটি ইউনিয়নের ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী সদস্য ফেরদৌসী খাতুন জানান, চেয়ারম্যান সাহেব আমাদের চেয়ারম্যান প্যানেল গঠণ করার কথা বলেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি তা জানিনা।

একই ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য আনারুল ইসলাম জানান, ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান গঠণের জন্য আমরা মেম্বররা অনেকবার বলেছি। কিন্তু চেয়ারম্যান সেটা আজও করেনি। আমরা বিষয়টি ইউএনও কেও জানিয়েছি। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি।
সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মশিউর রহমান বলেন, কয়েক দিন আগে সিদ্ধান্ত হয়েছে চেয়ারমান প্যানেল নির্বাচন করার। ২২ তারিখে ঢাকাতে মিটিং শেষ করে এসেই চেয়ারম্যান প্যানেল নির্বচান করে নিবো।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস বলেন, চেয়ারম্যান প্যানেল এখনো করা হয়নি। তবে, সামনে সপ্তাহের মধ্যেই চেয়ারম্যান প্যানেল করে ফেলবো। আমার ছেলে অসুস্থ থাকার কারণে, আমি খুব বেশী মনোনিবেশ করতে পারিনি বিষয়টি নিয়ে।
কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইনকে প্রশ্ন করা হলে তিনি অকপটেই শিকার করে বলেন “এটা করা হয়নি”। চেয়ারম্যান প্যানেল বাধ্যবাধকতা আছে তাহলে আপনি করেননি কেনো এমন প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নি তিনি। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেই চেয়ারম্যান প্যানেল নির্বাচন করা হবে বলেও জানালেন তিনি। তবে কবে নাগাদ চেয়ারম্যান প্যানেল করা হবে সে তারিখও জানাতে পারেননি তিনি।

সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) মেহেরপুর জেলার সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন বলেন,স্থানীয় সরকার আইন করা হয়েছে জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতাকে সম্মানিত করার জন্যই। শপথ নেওয়ার পর একজন চেয়ারম্যানকে অবশ্যই আইন অনুসরণ করতে হবে। প্যানেল নির্বাচন না করে আইন অমান্য হয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম বলেন, আমি এসব চেয়ারম্যানদের প্যানেল চেয়ারম্যান গঠণের জন্য আনুমানিক ২ মাস আগে চিঠি দিয়েছি। চেয়ারম্যান প্যানেল গঠণ করে তাদের রেজুলেশন কপি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া ছিল। কিন্তু আজও পর্যন্ত সেটা দেইনি তারা। এরপর আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে ওই চেয়ারম্যানদের বিরুদ্ধে।

জালভোট দিতে পাশের ইউনিয়নের নারী সদস্য আটক

জাল ভোট দিতে এসে আটক হয়েছেন ধানখোলা ইউনিয়নের সংরক্ষিত নারী সদস্য সুফিয়া খাতুন ।
মেহেরপুর সদর উপজেলার নবগঠিত বারাদী ইউনিয়নের কলাইডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে তাকে জাল ভোট দেয়ার চেষ্টার অভিযোগে আটক করেন কর্তব্যরত পুলিশ।
পরে তাকে বারাদী ইউনিয়নের দা্য়ীত্বে নিয়োজিত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তরিকুল ইসলামের এর কাছে সোপর্দ করেন।আটক সুফিয়া খাতুনের বাড়ি গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের কসবা গ্রামে। ভোট কেন্দ্রে প্রায় আধা ঘন্টা অবস্থান করে নৌকার প্রার্থী মোমিনুল কে জাল ভোট দেয়ার চেষ্টা করেন সে।
জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তরিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

মেহেরপুর পৌরসভাসহ ৪ টি ইউনিয়নে এক যোগে ভোট গ্রহণ শুরু

মেহেরপুর পৌরসভাসহ ৪ টি ইউনিয়নের সাধারণ নির্বাচন ৬৩ টি ভোট কেন্দ্রে এক যোগে শুরু হয়েছে।
সকাল ৮ টার সময় ৬৩টি ভোট কেন্দ্রে এক যোগে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে।মেহেরপুর পৌরসভাসহ ৪ টি ইউনিয়নের ১ লাখ ২৪ হাজার ৯৮৮ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।
মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র প্রার্থী মাহফুজুর রহমান রিটন ১ নং ওয়ার্ডের নতুনপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে সকাল ৮ টার সময় ভোট দেন। অপর প্রার্থী স্বতন্ত্র প্রার্থী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু ৭ নং ওয়ার্ড সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদান করেন।
মেহেরপুর পৌরসভায় ২ জন মেয়রসহ ৪ টি ইউনিয়নে ২০ জন চেয়ারম্যান,

২১৩ জন সাধারণ কাউন্সিলর ও সাধারণ সদস্য, ৬৬ জন সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর ও সাধারণ সদস্য পদে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। সকাল থেকেই নারী ভোটারদের উপস্থিতি ভাল।মেহেরপুর পৌরসভায় সবগুলো কেন্দ্রে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) এ ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে জানান মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার আবু আনছার।

কোটচাঁদপুরে বিএনপি’র বিক্ষোভ সমাবেশ

চাল, ডাল, তেল, গ্যাসসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বিএনপি’র বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সেমাবার বিকালে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসাবে কোটচাঁদপুর থানা ও পৌর বিএনপির আয়োজনে মেইন বাজার চত্তরে পৌর বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র এস.কে.এম সালাহ্উদ্দিন বুলবুল সিডল সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।

সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সিনিয়র সদস্য মোঃ আবুবকর বিশ্বাস। সাংগঠনিক সম্পাদক মীর্জ টিপুর সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি মোঃ ইকরামুল হক, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, পৌর বিএনপির নির্বাহী সদস্য ও সাবেক কাউন্সিলর শরাফৎ হোসেন পুটকে, পৌর বিএনপির ওয়ার্ড সভাপতি নেতা মোঃ মমিন মনোয়ার, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খাঁন মুকুল, সদস্য সচিব মামুন, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ তুফান প্রমূখ।

বক্তারা বলেন, চাল, ডাল, তেল, গ্যাসসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের

অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষের জীবন-জীবিকা হুমকির মূখে পড়েছে। এসময় তারা সরকারের সীমাহীন দূর্ণীতি, ভুলনীতি ও ব্যার্থতার দায়ে অবিলম্বে পদত্যাগ করে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানান।

না হলে, বিএনপি’র নের্তৃত্বে সারা দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে বলে হুশিয়ারী দেন। এসময় উপজেলা এবং পৌর বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পরেও বঙ্গবন্ধুর খুনিরা এদেশে ভোট করে

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাবু সুব্রত পাল বলেছেন, বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে মেহেরপুর জেলা জড়িত।বঙ্গবন্ধুর ডাকে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীন হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পর এসে বঙ্গবন্ধুর খুনিরা এদেশে নির্বাচনে দাড়াই। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীর পরিবার আত্মীয় সবাই বঙ্গবন্ধুর এই বাংলাদেশে নির্বাচন করে। দেশবাসি হতবাক হয়ে পড়ে তাদের আস্ফালন দেখে। এখন থেকে তাদের চিহিৃত করে বয়কট করতে হবে। যুগে যুগে খুনি মুস্তাকের লোকজন ছিল, আগামীতেও থাকবে।তাদের ব্যাপারে শতর্ক থাকতে হবে।

মেহেরপুর পৌর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী মাহফুজুর রহমান রিটনের নির্বাচনী জন সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

মেহেরপুর পৌর সভায় আওয়ামী লীগের মনোনীত মেয়র প্রার্থী মাহফুজুর রহমান রিটনের বিজয় নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় যুবলীগের নির্বাচনী কর্মী সভা জেলা পরিষদ হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন, কেন্দ্রীয় আওয়ামী যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাড ড. শামীম আল সাইফুল সোহাগ।

জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সাজেদুর রহমান সাজুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় আওয়ামী যুবলীগের কার্যনির্বাহী সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান মাসুদ, তারিক আল মামুন, শাহরিয়ার কবির, ড. মোঃ জাভিদ ইকবাল বাঙালি, শেখ মোঃ ফাইজুল মবীন, এ্যাড. জাহাঙ্গীর আলম, জাকিরুল ইসলাম, জুবায়ের আহমেদ প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মাহফুজুর রহমান রিটন, যুগ্ম আহ্বায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল, সদস্য মাহবুব হাসান ডালিম, মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাঁদু, সদর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেন আনু, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শফিক কামাল পলাশ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম মিয়া, গাংনী পৌর যুবলীগের সভাপতি কামাল হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক শহিদুজ্জামান সুইট প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাবু সুব্রত পাল আরও বলেন, বিশ্ব দরবারে অর্থনৈতিকভাবে এদেশ এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশ এখনে উন্নয়নে বিশ্বের রোল মডেল। সুমদ্র ও মহাকাশ বিজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ দাঁড়িয়েছে উচ্চ আসনে।

বর্তমান সরকারের সময়ে মেহেরপুরে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে।শুধু মেহেরপুর জেলায় নয়, উন্নয়ন হয়েছে সারা দেশে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সারাবিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করে এখন পদ্মা সেতু উদ্বোধন হচ্ছে। মেহেরপুরে নৌকার প্রার্থী পরাজয় মানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের, বঙ্গবন্ধু ও তার কন্যা শেখ হাসিনার পরাজয়।তাই সবাইকে দিধা দ্বন্দ্ব ভুলে নৌকার প্রার্থী মাহফুজুর রহমান রিটনকে বিজয়ী করে ঘরে ফিরতে হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, নৌকাকে পরাজিত করা মানে বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনাকে পরাজিত করা। এটা বঙ্গবন্ধুর ও শেখ হাসিনার প্রতিক। আজকে আপনি যদি নৌকাকে পরাজিত করেন আগামীতে আপনি নৌকা নিয়ে আসলেও আপনীও পরাজিত হবেন।

উন্নয়নের মহাসড়কে এখন বাংলাদেশ। ফোর লেন রাস্তা, রাজধানীতে ফ্লাইওভার, মেট্রোরেলসহ নানা ধরণের উন্নয়ন হয়েছে। এদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। দেশের উন্নয়ন সব কিছু সম্ভব হয়েছে শেখ হাসিনার জন্যই।

শেখ হাসিনা জেনে শুনে বুঝেই রিটনকে মনোনীত করেছেন। অতএব তাকেই ভোট দিয়ে বিজয়ী করতে হবে।

নৌকার বিজয় নিশ্চিত করতেই আগামীকাল যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মেহেরপুর আসবেন। তিনি বলেছেন, মেহেরপুর পৌরবাসিকে উন্নত জীবন এনে দিয়েছেন। মেয়র প্রার্থী মাহফুজুর রহমান রিটন। এছাড়াও এসময় জেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্ পাদকসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে কেন্দ্রীয় যুবলীগের নেতৃবৃন্দ মেহেরপুর শহরের হোটেল আটলান্টাতে পৌছালে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ, মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দুসহ যুবলীগের স্থানীয় নেতা কর্মীরা তাদের ফুল দিয়ৈ বরণ করে নেন।

মেহেরপুরের শ্যামপুরে মেম্বার প্রার্থীর কর্মী ও তার পিতার উপর হামলা

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচারণা নিয়ে দুই সাধারণ সদস্য (মেম্বর) প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে বাক বিতন্ডার জের ধরে পিতা পুত্রকে পিটিয়ে আহত করেছে প্রতিপক্ষরা। আহত লিয়াকত আলী (৭০) ও তার ছেলে রিপন হোসেন (২৫) বর্তমানে মেহেরপুর আড়াইশ সয্যার হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

এ ঘটনায় মেম্বার প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম নির্বাচন অফিসে একটি

অভিযোগপত্র দিয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, গত শনিবার (১১ জুন) দিবাগত রাত সাড়ে ৯ টার দিকে নব গঠিত শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ৯ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম (ক্রিকেট ব্যাট)ও অপর প্রার্থী সাইদুর রহমান (টিউবওয়েল প্রতিক) এর সমর্থকদের মধ্যে নির্বাচনী পথসভাকে কেন্দ্র করে প্রথমে বাক বিতন্ড হয়। বাক বিতন্ডার জের ধরে প্রার্থী সাইদুরের কর্মী শরিফুল ইসলামমের নেতৃত্বে তাদের উপর হামলা করে আহত করে।

মেম্বর প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম অভিযোগ করেন, আমরা নির্বাচনী প্রচারণায় ওয়ার্ডের উত্তরপাড়া এলাকায় গেলে সেখানে সাইদুরের লোকজন আমাদের সাথে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন এবং প্রচারণায় বাঁধা দেই। আমরা তার প্রতিবাদ করলে তার লোকজন আমাদের উপর হামলা চালিয়ে আমাদের লোকজনকে আহত করেন। তিনি আরো অভিযোগ করেন, সাইদুর ভোটারদের বিভিন্ন রকম উপহার সামগ্রী ও নগদ টাকা দিয়ে ভোট কিনছেন। এমন ঘটনা আমাদের কর্মীরা জানতে পেরে ভিডিও করতে গেলে তারা আমার কর্মীদের উপর হামলা চালায়।

মেহেরপুরে মেয়র নির্বাচনে উন্নয়ন, করোনাকালীন সহায়তা ও আচরণ গুরত্ব দেবে ভোটাররা

বৈশ্বিক করোনা মহামারি সময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, ভাল ব্যবহার ও পৌর এলাকার উন্নয়নকে গুরত্ব দিয়ে এবারের পৌর মেয়র নির্বাচিত করবেন ভোটাররা। একই সঙ্গে বর্তমান মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের ৫ বছরের সময়কাল এবং সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর ২৩ বছরের তুলনামুলক উন্নয়নের চুল চেরা বিচার বিশ্লেষন করেও ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন ভোটাররা। মেহেরপুর পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডেও সাধারণ ভোটারদেও সাথে কথা বলে এ ধরণের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তবে এ ক্ষেত্রে বর্তমান মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এগিয়ে রয়েছেন সাবেক

মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর চেয়ে। তবে ১৫ জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে বিজয়ের শেষ হাসিটা কে হাসবেন তা দেখার জন্য। তবে দুজন প্রার্থীই বিজয় নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

ভোটাররা জানান, কথার ফুলঝুরি আর উন্নয়নের মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে যারা আবারও ভোট চাইতে আসছেন, এসব প্রার্থীরা আমাদের বিপদের সময় কোথায় ছিলেন ? এবার আমরাও তাদের পাশে দাঁড়াবো, যারা আমাদের বিপদে পাশে ছিলেন।
মেহেরপুর পৌর সভার ভোটারদের একটি বিরাট অংশ সনাতন ধর্মালম্বী হিন্দুদের। এছাড়া শহরে রয়েছে প্রচুর ভাসমান ভোটার। ভোটারের অর্ধেকের বেশি রয়েছে নারী ভোটার।

মাহফুজুর রহমানের রিটনের ভোট ব্যাংকের মধ্যে বড় অংশ রয়েছে নারী ভোটার। যারা বিভিন্ন সময় তার কাছে থেকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতা পেয়েছেন।

২নং ওয়ার্ড শহরের হালদারপাড়া এলাকার ভোটার নাইম রহমান জানান, করোণাকালিন সময়ে সবাই যখন দিশেহারা। মানুষের ঘরে খাবার ছিলনা। সবাই নিজেদের নিয়ে ব্যাস্ত,তখন মেয়র মাহফুজুর রহমন রিটন মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে খাবার পানিসহ অন্যান্য জিনিস পৌছে দিয়েছেন। একই ওয়ার্ডের শ্যামল কুমার জানান, মানুষ আতংকিত হয়ে যখন কেউ কারোর সাথে কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন তখন রিটন আমাদের পাশে দাড়িয়েছেন। যারা আজ কথার ফুলঝুরি আওড়াচ্ছেন তারা করোণার সময় কোথায় ছিলেন, প্রশ্ন করেন তিনি। নারী ভোটার সুফিয়া আক্তার ও রাবিয়া খাতুন জানালেন, মাহফুজুর রহমান রিটন নরম মনের একজন মানুষ। তার আচার আচারণ শান্ত। এবার তাকেই ভোট দেবো।

ওয়াপদা রোডের রহমান আলী ও সমসের মিয়া জানান, মেহেরপুর শহরকে আধুনিক শহর হিসেবে উন্নয়নই করেছেন মতু। রিটন সে তুলনায় তেমন উন্নয়ন করতে পারেননি।

বেড়পাড়া এলাকার এবার নতুন ভোটার বিথি ও মেরিনা জানান, আমরা এবছর প্রথম ভোটার হয়েছি। তাছাড়া ইভিএমে ভোট দেবো। আমরা এমন একজন প্রার্থী বেছে নেবো যে আমাদের যুব সমাজ ও নারী সমাজের উন্নয়নে কাজ করবে। নারীদের উন্নয়নের যে কথা বলেছেন, আমরা নতুন ভোটার হিসেবে যোগ্য প্রার্থীকেই বেঁচে নেবো আমরা।

আওয়ামী লীগ দলীয় মেয়র প্রার্থী মাহফুজুর রহমান রিটন বলেছেন, আমি বিগত সময়ে পৌরবাসির সুখে দুখে পাশে ছিলাম। বিশেষ করে

করোনাকালিন সময়ে আমি চেষ্টা করেছি তাদের বাড়ি বাড়ি নিজে গিয়ে খাবার পৌছে দিয়েছি। এছাড়া এলাকার রাস্তা ঘট, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন করেছি। এছাড়া বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা বৃদ্ধিসহ মানুষের কল্যাণে কাজ করেছি। আমি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেছি। ভোট চেয়েছি তাদের কাছে। আমি সাধারণ ভোটারদের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। এছাড়া আমার দলীয় নেতা কর্মীরাও আমাকে ব্যাপক সাড়া দিচ্ছেন।

তিনি আরো বলেন, যে মামলা করে ভোটের অধিকার হরণ করেন। আর যাই পৌরবাসী তাকে আর মেয়র হিসেবে চায় না। তাই পৌরবাসীর প্রতি আমার আস্থা রয়েছে। পুনরায় তারা আমাকে বিজয়ী করবেন।

এপ্রসঙ্গে স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু বলেন, আমি ২৩ বছরে যে উন্নয়ন করেছি তার রিটন তার কিছুই করেনি। রিটন করোনার সময় সরকারি ত্রাণ বিতরণ করেছেন, আমি ওই সময়ে বাড়িতে থেকে ব্যক্তিগতভাবে ত্রাণ বিতরণ করেছি। বিগত ২৩ বছরের উন্নয়নের কারণেই ভোটাররা আবার আমাকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করবেন।